এক নজরে মিষ্টি আলু চাষ

উন্নত জাতঃ বারি মিষ্টি আলু-১, বারি মিষ্টি আলু-২,বারি মিষ্টি আলু-৩বারি মিষ্টি আলু-৪,বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬,বারি মিষ্টি আলু-৭,বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯, বারি মিষ্টি আলু-১০,বারি মিষ্টি আলু-১১, বারি মিষ্টি আলু-১২ ও বারি মিষ্টি আলু-১৩ ইত্যাদি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাত।

পুষ্টিগুনঃ প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী মিষ্টি আলুতে জলীয় অংশ- ৬৮.৫ গ্রাম, খনিজ পদার্থ- ১.০ গ্রাম, আঁশ- ০.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি- ১২০ কিলোক্যালোরি, আমিষ- ১.২ গ্রাম, চর্বি- ০.৩ গ্রাম, শর্করা- ২৮.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ২০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১- ০.০৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.০২ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি- ২ মিলিগ্রাম রয়েছে।

বপনের সময়ঃ কার্তিক -অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর)

চাষপদ্ধতিঃ কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। সাধারণত কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ন বা মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত চারা রোপন করা যায়। সমতল পদ্ধতিতে লাইন করে লাগাতে হবে যাতে ২-৩টি গিট মাটির নীচে থাকে। প্রতিটি খন্ডের দৈর্ঘ্য ১০-১২ ইঞ্চি। লাইন-লাইন দূরত্ব ২৪ ইঞ্চি এবং লতা-লতার দূরত্ব ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে।

বীজের পরিমানঃ জাত ভেদে বীজের পরিমান (প্রতি হেক্টরে) প্রায় ৫৬,০০০ লতা।

সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
গোবর/ জৈব সার	১-১.৫ কেজি	৮-১০ টন
ইউরিয়া	৬৫০-৭০০ গ্রাম	১৬০-১৮০ কেজি
টিএসপি	৬০০-৬৫০ গ্রাম	১৫০-১৭০ কেজি
এমওপি	৭০০-৭৫০ গ্রাম	১৮০-২০০ কেজি

সমুদয় গোবর, টিএসপি ও অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার জমি তৈরির আগে শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ৬০ দিন পর অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার সারির পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড়ঃ

- পাতা সুড়ঙ্গাকারী পোকা দমনে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা দমনে অনুমোদিত বালাইনাশক (হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি হারে ডায়াজিনন ১৪জি বা কার্বোফুরান ৫জি) দিয়ে মাটি শোধন করে হালকা সেচ দিন। ফেরোমেন ফাঁদ পেতে পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন।
- মিষ্টি আলুর টরটয়স বিটল পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- মিষ্টি আলুর থ্রিপসপোকা/শোষকপোকা/হেপার/শ্যামাপোকা, জাবপোকা এবং সাদামাছি দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) অথবা কারবারাইল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সেভিন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ পাতার নিচের দিকে যেখানে পোকা থাকে সেখানে স্প্রে করতে হবে।
- পাতামোড়ানো পোকা /ক্ষুদ্র লাল মাকড় দমনে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগবালাইঃ

- মিষ্টি আলুর কান্ড পচা রোগ দমনে কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাক নাশক (যেমনঃ কুপ্রাভিট ৭০ গ্রাম) ১০ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- পাতায় দাগ পড়া রোগ দমনে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড অথবা ডাইথেন-এম-৪৫ ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২ দিন পরপর স্প্রে করা। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- মিষ্টি আলুর পাউডারী মিলডিউ রোগ দমনে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কুমুলাস ডিএফ ৪০ গ্রাম ১০ লিটার বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপদ পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে ৭ থেকে ১৫দিন পর বাজারজাত করুন।

আগাছাঃ আগাছা দমনের জন্য জমি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে আগাছা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার এবং পরিষ্কার কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। ফসল বোনার ২৫-৩০দিনের মধ্যে আগাছা বাছাই করতে হবে। সেচ দেয়ার আগে আগাছা বাছাই করতে হবে।

সেচঃ জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ২-৩ টি সেচ দিতে হবে। লতা মাটিতে লেগে যাওয়ার পর ৩০, ৬০ ও ৯০ দিন পর সেচ দিতে হবে। বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এতে পাতা ও লতার বার বৃদ্ধি বেশি হয়, কিন্তু ফলন কমে যায়। এরপর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন।

আবহাওয়া ও দুর্যোগঃ অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি দ্রুত বের করে দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফলনঃ জাতভেদে শতক প্রতি ফলন ১৬০-১৭০ কেজি।

সংরক্ষনঃ ৯০-১২০ দিনে মিষ্টি আলু পরিপক্ক/পুষ্ট হয়। তখন এর খোসায় আঁচড় দিলে ঘন দুধের মতো রস বের হয়। এ অবস্থায় বর্ষা আসার আগে লতা কেটে লাঙ্গল/ কোদাল দিয়ে তোলা দরকার। সংরক্ষনের জন্য গোলায় বা মাচায় ৩.৯ ইঞ্চি বালি স্তর বিছিয়ে তার উপর ২৯.৫ ইঞ্চি উঁচু মিষ্টি আলুর স্তর রেখে পুনরায় ৩.৯ ইঞ্চি বালি স্তর দিয়ে ঢেকে দিন। এ ভাবে কয়েক স্তরে মিষ্টি আলুর রাখলে মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রসেসিং ও খাদ্য তৈরি।